প্রথম আলো

তারিখ 23 NOV 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

পরীক্ষা দিতে গেল কনে!

গোয়ালন্দ (রাজবাড়ী) প্রতিনিধি ●

চলছিল বিয়ের আয়োজন। বর আসার অপেক্ষায় কনেবাড়ির লোকজন। কিন্তু বরের আগে সেখানে হাজির উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা। বিয়ের আসর থেকে তিনি কনেকে তুলে নিয়ে গেলেন পরীক্ষা কেন্দ্রে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় বসল ১১ বছরের কিশোরী।

এ ঘটনা গত সোমবারের, রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলায়। বাল্যবিবাহের আয়োজনের খবর পেয়ে এ পদক্ষেপ নেন উপজেলার ভারপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা কাজী ছানোয়ার হোসেন।

কাজী ছানোয়ার বলেন, তিনি সোমবার সকাল ১০টার দিকে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার বাংলা প্রশ্নপত্র আনতে গোয়ালন্দ ঘাট থানার উদ্দেশে রওনা হন। এ সময় এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মুঠোফোনে জানান, তাঁর বিদ্যালয়ের এক পরীক্ষার্থী পরীক্ষা বন্ধ করে বিয়ের পিঁড়িতে বসছে। সংবাদ শুনে তিনি তাৎক্ষণিক ওই বাড়িতে গিয়ে সবাইকে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে বোঝান এবং বিয়ে বন্ধ না করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান। অভাবের কারণে বিয়ে দিচ্ছে জানালে আগামী জেএসসি পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে তিনি নিজে পড়াশোনার খরচ বহনের দায়িত্ব নেন। পরে কনেকে সঙ্গে করে কেন্দ্রে নিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

জানা গেছে, জন্মসনদ অনুযায়ী কনের বয়স হয়েছে মাত্র সাড়ে ১১ বছর। কনে বলেছে, 'অভাবের কারণে পরিবারের কথায় নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাজি হই। ...আমি আরও পড়াশোনা করতে চাই।